পথেই বেশি স্বস্তি

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের সদস্যরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির সামনে প্রতিবাদ ধরনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের দাবি, দায়িত্ব পালন না করায় দিল্লি পুলিসের তিন কর্মীকে সাসপেন্ড করতে হবে। এই ঘটনায় স্পষ্ট, সচিবালয়ে কাজ করার চেয়ে রাস্তায় ধরনায় বসা আপ-এর কাছে বেশি স্বস্তিদায়ক। গত তিন সপ্তাহে দেখা গেছে, সচিবালয়ের মধ্যে দল স্ববিনাশের পথ নিয়েছে।

দেশজুড়ে এই দলের কর্মীরা বিপরীতধর্মী কথাবার্তা বলছেন। সংগঠনেও শৃঙ্খলার কোনও বালাই নেই। আদর্শবাদী, সক্রিয়কর্মী, স্বমতাবলম্বী এবং স্বধার্মিক ব্যক্তিদের নিয়ে দলটি গড়ে উঠেছে। কিছু সমর্থক আদর্শ নিয়ে এই দলে যোগ দিয়েছেন অথবা ভোট দিয়েছেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার থেকে দল গঠন করা ও সরকার চালানো একেবারেই ভিন্ন। দিল্লিতে বসবাসকারী আফ্রিকার কয়েকজন নাগরিকের সঙ্গে দিল্লির আইনমন্ত্রীর আচরণ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তাঁর ব্যবহার যেন অনেকটাই জাতিবিদ্বেষমূলক। অচিরাচরিত পদ্ধতিতে চলতে গিয়ে দল কিছুদিনের মধ্যে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। জনতা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। দেশে সমর্থকদের উৎসাহিত করতে দল সরকার গঠন প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়েছে। এখন দলের ভূমিকাই সরকারের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। একদিনের প্রতিবাদ ধরনার পরিকল্পনা কি কংগ্রেসের সঙ্গে আবছা আঁতাতের অংশ? আপ কি সরকার থেকে বেরিয়ে এসে আন্দোলনের রাস্তায় ফিরে যেতে চাইছে? নাকি অপ্রস্তুত কংগ্রেস ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর চাপ দিয়ে আপ ফায়দা তুলতে চায়?